আমাদের সময়

তারিখ 20 AUG 2008
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা

জাবি হোক নিপীড়নমুক্ত শিক্ষাঙ্গন

গত তিনমাস থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নামটি একটি ইস্যুতে পত্রিকায় নিয়মিত উঠে আসছে। এ ইস্যুটি আবার ১০ বছরের পুরনো। ফলে জাবির শিক্ষক-শিক্ষার্থী এখন কার্যত মুখোমুখি অবস্থানে চলে এসেছে। এটি হচ্ছে নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা। যার লক্ষ্য একটি নিপীড়নমুক্ত শিক্ষাঙ্গন, সহঅবস্থান ও নিরাপদ সম্পর্ক নিশ্চিতকরণ। শিক্ষার্থীরা এ দাবিতে আন্দোলন করছে আর শিক্ষকরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

গত মে মাসে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক আহমেদ সানীর (তার প্রকৃত নাম মনোয়ার হোসেন) বিরুদ্ধে ছাত্রী নিপীড়নের অভিযোগ ওঠে। বিভাগের শিক্ষার্থীরা তার বহিষ্কারের দাবিতে আন্দোলনে নামে। নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবিও তার সঙ্গে যোগ হয়। ১৯৯৮ সালে প্রথম এ দাবি জানায় শিক্ষার্থীরা। ২০০১ সালে অধ্যাপক আবু মুহাম্মদসহ ১৭ জন শিক্ষক একটি বসড়া নীতিমালা প্রশাসন বরাবর পেশ করেন। যা শিক্ষক সমিতি কর্তৃক গৃহীত হয়। ২০০৫ ও ২০০৬ সালে একই অভিযোগে দুইজন শিক্ষক চাকরিচ্যুত হন। প্রতিটি ঘটনায় নিপীড়কের শাস্তির সঙ্গে সঙ্গে নিপীড়নের পথ বন্ধ করতে নীতিমালা প্রণয়নের দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনে নামতে হয়েছে। কিন্তু প্রশাসনের ভূমিকা ছিল বরাবরই বিতর্কিত। শিক্ষার্থী বা শিক্ষাঙ্গনের নয় নিপীড়কেরই স্বার্থ দেখেছে প্রশাসন।

বর্তমান অস্থায়ী ভিসি অধ্যাপক ড. মুনিরুজ্জামান কোনো রাজনৈতিক দলের অনুসারী না হওয়ায় আশা করা হয়েছিল এবার নীতিমালাটি পাস হবে কিন্তু এখন শিক্ষার্থীরা বলতে বাধ্য হচ্ছে- যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ। ২০০৬ সালে গঠিত নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির প্রণীত নীতিমালাটি শুধু সিন্ডিকেটের অপেক্ষায় ঝুলে আছে গত দেড় বছর ধরে। ওই কমিটি ক্যাম্পাসের প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিটি সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে নীতিমালাটি চূড়ান্ত করেছিল। এখন বলা হচ্ছে, নীতিমালার বিষয়বস্তু কী তা শিক্ষকরা জানেন না, কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও জানেন না।

বলা হচ্ছে, নীতিমালায় রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে বিরোধ রয়েছে, আইনগত ত্রুটি আছে। অধ্যাপক আবু মুহাম্মদ বিদেশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা অনুসরণ করেই বসড়া তৈরি করেছিলেন। আইনগত দিক পর্যালোচনার জন্য সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা মানবাধিকারকর্মী সুলতানা কামালকে নীতিমালা কমিটিতে রাখা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, এ নীতিমালায় রাষ্ট্রীয় আইনের সঙ্গে কোনো বিরোধ নেই বরং তার পরিপূরক হতে পারে। এ পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষার্থীদের মনে প্রশ্ন জাগছে কার বক্তব্য ঠিক?

২৯ জুলাই নীতিমালা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশাসন বিশেষ সিন্ডিকেট ডাকলে তা ঘেরাও করে শিক্ষার্থীরা। ওইদিন বিকাল ৫টা থেকে পরেরদিন দুপুর ১২টা পর্যন্ত ১৯ ঘণ্টা সিন্ডিকেট অবরোধ করে রাখলেও নীতিমালা পাস করেনি সিন্ডিকেট। ভিসি ওই সময় শিক্ষার্থীদের কাছে নীতিমালা আরো পর্যালোচনার জন্য দুই মাস সময় চান। গত বছরের ফেব্রুয়ারিতে নীতিমালাটি যখন প্রথম সিন্ডিকেটে ওঠে, তখনো প্রশাসন অধিকতর পর্যালোচনার জন্য বিশেষ সিন্ডিকেট বসানোর কথা বলেছিল। জানা যায়, এই দেড় বছরে সেটি পর্যালোচনা তো দূরের কথা সিন্ডিকেট সদস্যরা নীতিমালাটি পড়েই দেখেননি। ঘেরাও চলাকালে শিক্ষক সমিতি ও তাদের সঙ্গে আসা কর্মচারী সমিতির কর্মকাণ্ড শিক্ষকদের মনোভাব স্পষ্ট করে তোলে এবং শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবস্থান পরস্পর বিরোধী হয়ে পড়ে।

এখন শিক্ষক সমিতি থেকে বলা হয়েছে, নীতিমালাটি প্রত্যেক শিক্ষকের কাছে দিতে হবে, তারা সেটি নিয়ে সমিতির সাধারণ সভায় আলোচনা করে মতামত দেবেন। প্রায় দুবছর পর গত মাসে শিক্ষক সমিতি তাদের সাধারণ সভা করেছেন। তারা আবার কবে সাধারণ সভা করে তাদের মূল্যবান মতামত দেবেন এবং শিক্ষার্থীরা কতোদিন ক্লাস পরীক্ষা বাদ দিয়ে আন্দোলন করবে, অপেক্ষা করবে একটি সুন্দর ক্যাম্পাস প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপটি পেরুনোর এর জবাব শিক্ষার্থীরা কোথাও পাচ্ছে না।

প্রস্তাবিত নীতিমালায় হয়রানি ও নিপীড়নের সংজ্ঞা নির্ধারণ, অভিযোগ প্রদান, অভিযোগ সেল গঠন ও তার কার্যক্রম এবং শাস্তি প্রদানের বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। নীতিমালায় বলা হয়েছে জাবি এই প্রতিষ্ঠানের সর্বস্তরে এমন পরিবেশ নিশ্চিত করতে অঙ্গীকারবদ্ধ যেখানে সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী কোনোরকম প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নিজ নিজ কর্মক্ষমতা ও সম্ভাবনা বিকশিত করতে পারবে। যে কোনো ব্যক্তি যাতে এক্ষেত্রে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য আইনগত ও প্রশাসনিক রক্ষাকবচ নিশ্চিত করতে এই বিশ্ববিদ্যালয় সচেষ্ট। বিদ্যমান বিধি ও ব্যবস্থাবলী যথেষ্ট প্রতীয়মান না হওয়ায় (যৌন) হয়রানি ও নিপীড়নবিরোধী নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। নীতিমালায় এরকম আশাবাদ ব্যক্ত করা হলেও বাস্তব পরিস্থিতি শিক্ষার্থীদের জন্য যথেষ্ট হতাশাজনক ও ভীতিকর। নীতিমালায় যে সুন্দর কর্মক্ষেত্রের কথা বলা হয়েছে নানারকম মন্তব্য, কর্মকাণ্ড আর গুজবের মাধ্যমে সে কর্মক্ষেত্র তো নয়ই বরং যা আছে তাও বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

আদনান মনোয়ার হুসাইন
জাবি প্রতিনিধি

যৌন নিপীড়ন বিরুধী আন্দোলন এক দশকের দাবি

প্রায় এক দশক ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে বারবারই স্ফুলিঙ্গের মতো প্রতিবাদ জ্বলে উঠেছে। কিন্তু তারপরও থেমে থাকেনি অশুভ শক্তির কালো হাত। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়াপুষ্ট ক্যাডার শিক্ষক ও ছাত্রনামধারীরা থেমে নেই। ক্ষমতার উলঙ্গ প্রকাশ্য ঘটায় তারা যৌন নিপীড়নের মধ্য দিয়েও।

১৯৯৮ সালে ঢাবিতে হয়েছিল যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে আন্দোলন। সেবার আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন শিক্ষার্থীরা। পরের বছরের ডিসেম্বর মাসে একই ইস্যুতে আবারো আন্দোলন হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সম্প্রতি আবারো মনোবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক ড. কামাল উদ্দিন নিজ বিভাগের এক শিক্ষার্থীর সঙ্গে নিপীড়নমূলক আচরণ করেন। এ ঘটনায় প্রতিবাদ করে শিক্ষার্থীরা। অভিযোগ ওঠার পর গঠিত হয়েছে তদন্ত কমিটি। এ কমিটি তদন্ত করে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতাও খুঁজে পেয়েছে। ছাত্ররা বিষয়টি জানতে পেরে সংশ্লিষ্ট শিক্ষকের শাস্তি দাবি করেছে। পাশাপাশি দাবি করেছে একটি যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়নের। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এসব ঘটনায় ব্যবস্থা গ্রহণে এখনো নীরব।

অন্যদিকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৯ জুলাই রাত থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা জাবি ভিসি ও সিন্ডিকেট সদস্যদের ঘেরাও করে রেখেছিল। দুই মাসের টানা আন্দোলনের কারণ হলো নাটক ও নাট্যকলা বিভাগের শিক্ষক আহমেদ সানি নিজ বিভাগের একাধিক ছাত্রীকে নিপীড়ন ও উত্যক্ত করেছেন। এ অভিযোগের ভিত্তিতে দুই দফায় গঠন করা তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পেয়েছে। প্রতিবাদে এখানেও শিক্ষার্থীরা দোষীর সাজাসহ যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবি করেছে। এরপরও নিপীড়নকারী শিক্ষকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষের নেই কোনো পদক্ষেপ। কর্তৃপক্ষের এহেন আচরণ লক্ষ্য করা গেছে অন্যান্য যৌন নিপীড়ন বিরোধী আন্দোলনের সময়ও। ঢাবিসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও একই চিত্র। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের যেখানে এ ধরনের অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার কথা, সেখানে তারা দেখা যায় সেই অভিযুক্তকে আশ্রয় দেন। তার অপরাধের বিচার না করে কিভাবে সম্মানজনক পথ দিয়ে তাকে উদ্ধার করা যায়, সেই পন্থা অবলম্বন করেন। কিন্তু শিক্ষার্থীরা এসব বোঝে। আর তাই বারবারই জ্বলসে ওঠে প্রতিবাদ। যৌন নিপীড়নের বিরুদ্ধে এক দশক ধরেই চলছে প্রতিবাদ। বিভিন্ন সময়ে ঘটে যাওয়া আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বারবারই দাবি উঠেছে যৌন নিপীড়ন বিরোধী নীতিমালা বাস্তবায়নের। তাই সব উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই এ নীতিমালা প্রণয়ন করে বাস্তবায়নের পদক্ষেপ নিতে হবে। কেননা এটি ছাত্রদের দাবি, সময়ের দাবি। এটি ছাত্র আন্দোলনের এক দশকের দাবি। আমরা চাই স্ব-স্ব মর্যাদায় বিকশিত হোক শিক্ষার্থীর ক্যাম্পাস। যে ক্যাম্পাস যৌন নিপীড়নসহ সব ধরনের অশুভ নির্যাতন থেকে মুক্ত।

তানিয়া ফেরদৌস